[illegible]

[illegible], [illegible], [illegible]

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

[illegible]! [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]- [illegible] -[illegible]: [illegible]

[illegible]-

"أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل فقال المقضي عليه: لا أرضى فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق فذهبا إليه فقال الذي قضي له: قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فأبى صاحبه أن يرضى وقال: نأتي عمر بن الخطاب فأتياه فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي

صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه فأبى أن يرضى ثم أتينا أبا بكر الصديق فقال: أنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يرضى فسأله عمر فقال كذلك فدخل عمر منزله فخرج والسيف في يده قد سله فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله" فأنزل الله تبارك وتعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم} الآية

‘দুজন লোক রাসূলুল্লাহ সা . এর কাছে তাদের বিবাদের মিমাংশা করতে আসল। রাসূল সা . হকের পক্ষে বাতিলের বিপক্ষে ফায়সালা করলেন। কিন্তু যার বিপক্ষে রায় ছিল সে বলল, এ বিচার আমার মনঃপুত হয়েনি। (আমি এ বিচার মানি না)। তখন তার সাথি বলল , ‘তাহলে তুমি কী চাও ’? সে বরর , আমরা আবু বকর সিদ্দীক রাযি . এর নিকট যাব। অতপর তারা হযারত আবু বকর রাযি . এর নিকট গেলো এবং যার পক্ষে রায় ছিল সে বলল , আমরা রাসূল সা . এর নিকট বিচার চেয়েছি। তিনি আমার পক্ষে রায় দিয়েছেন। আবু বকর রাযি . বললেন, তোমাদের উপর ঐ ফায়সালা যা রাসূল সা . তোমাদের ব্যপারে করেছেন। তখন তার সাথি বলল আমি এত সন্তুষ্ট নই। আমরা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি . এর নিকট যাবো। অতপর তারা তার নিকট আসল এবং যার পক্ষে রায় ছিল সে বলল , আমরা রাসূল সা . এর নিকট আমাদের মাঝে সৃষ্ট বিভেদের মিমাংসা চেয়েছি তিনি আমার পক্ষে এবং তার বিপক্ষে রায় দিয়েছেন। কিন্তু সে

[2]

[illegible]

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

[illegible] (ﷺ) [illegible]:

يُقْسِمُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ الْمُقَدَّسَةِ: أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ حَتَّى يُحَكِم الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ، فَمَا حَكَمَ بِهِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي يَجِبُ الِانْقِيَادُ لَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا؛ وَلِهَذَا قَالَ: {ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} أَيْ: إِذَا حَكَّمُوكَ يُطِيعُونَكَ فِي بَوَاطِنِهِمْ فَلَا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا حَكَمْتَ بِهِ، وَيَنْقَادُونَ لَهُ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ فَيُسَلِّمُونَ لِذَلِكَ تَسْلِيمًا كُلِّيًّا مِنْ غَيْرِ مُمَانِعَةٍ وَلَا مُدَافِعَةٍ وَلَا مُنَازِعَةٍ

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র ও সম্মানিত সত্তার শপথ করে বলছেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সকল বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিচারক নির্ধারণ করে। তিনি যে ফায়সালা প্রদান করেন তা হক্ব বলে গণ্য হবে, বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবে তারই আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। আর এ জন্যই তিনি বলেছেন, ‘অতঃপর আপনি যে ফয়সালা দেন সে ব্যাপারে তারা নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে” অর্থাৎ তারা যখন আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করবে তখন আন্তরিকভাবে আপনার আনুগত্য করবে। আপনি যে ফায়সালা প্রদান করবেন সে ব্যাপারে নিজেদের হৃদয়ে কোন সংকীর্ণতা পাবে না। বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবে তার আনুগত্য করবে। কোন ধরণের বাক-বিতণ্ডা বা বিরোধিতা ব্যতীত তা পূর্ণরূপে মেনে নিবে। -তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ড:২, পৃষ্ঠা: ৩৪৯

হাকীমুল উম্মত আঈমান আজ-জাওয়াহেরী (দা.বা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

فإذا زعم قوم أو جماعة أو شعب أو دولة أو حكومة أو نظام أنهم مسلمون يتبعون أحكام
مين بحق

ِّ

الاسلام . فلا بد أن يكونوا مسل التشريع والحكم لله سبحانه .وإذا زعم أي من تلكم الفئات أنهم فئة مسلمة, ولكنهم لا

[4]

يسلمون بحق التشريع والحكم لله سبحانه وتعالي, ولا يحكِّمون شريعته في قضاياهم’ فقد حكم عليهم القرآن حكما بيناً, أنهم لا نصيب لهم من ا لإيمان. يقول الحق سبحانه وتعالي: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٥}

[illegible]

৬৫, (আস-সুবহু ওয়াল-কিনদীল, অধ্যায়: প্রথম, পৃষ্ঠা-১)

নির্দেশনা:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়- বিধান দানের ক্ষমতা একচ্ছত্রভাবে মহান আল্লাহর। সুতরাং যে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয় তার আবশ্য কর্তব্য হবে- যাবতীয় জীবন-জিজ্ঞাসায় শরিয়ার ফায়সালা মাথা পেতে নেয়া। এ ক্ষেত্রে গড়িমসি করা, কিংবা বিদ্রোহ করার অর্থ- ধর্মহারা হয়ে আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হওয়া।

***

[6]